ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়

মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়

- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী - ২০০১ ইং

৬ষ্ঠ মুদ্রণ ঃ অক্টোবর - ২০১৮
কার্তিক - ১৪২৫
সফর - ১৪৪০

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০.০০ (বিশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

"Islami Andoloner Path-o-Patheya", Written by Maulana Motiur Rahman Nizami, Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : Taka 20.00 (Twenty) only.

www.bjilibrary.com

পূর্বাভাস

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমীরে জামায়াতের মেয়াদকাল তিন বছর। তাই প্রতি তিন বছর পর পর আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের সদস্য (রুকন)গণের প্রত্যক্ষ ভোটে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন।

ইসলামী আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘদিন আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইদানিং তাঁর বয়স প্রায় আশি বছর হতে চলেছে। তিনি গ্রন্থাকারে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ সম্পাদন করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত দুই মেয়াদেই এমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আসছেন। প্রথমবার মজলিসে শূরা তাঁকে অব্যাহতি দিতে রাজি হয়নি। মেয়াদ শেষে তিনি পুনরায় আবেদন করেন। এবার মজলিশে শূরা তাঁর কাংখিত সেই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁকে এমারতের প্যানেল থেকে অব্যাহতি দেয়।

অতপর ২০০১-২০০৩ মেয়াদের জন্যে 'আমীরে জামায়াত'-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ নভেম্বর ২০০০ তারিখে নির্বাচনের ফল (result) ঘোষিত হয়। সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল, সংসদীয় গ্রুপের সাবেক নেতা এবং ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন।

অতপর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার বৈঠক আহ্বান করা হয়। গত ৭, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে মজলিশে শূরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী 'আমীরে জামায়াত' হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ।

www.bjilibrary.com

শপথের পর নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আমীর হিসেবে তাঁর প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন।

অতপর ৯ ডিসেম্বর তিনি মজলিশে শূরার অধিবেশনে নীতি নির্ধারণী সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি জামায়াতের কর্মনীতি, কর্মপন্থা, ঐতিহ্য ও আদর্শ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫ জানুয়ারি ২০০১ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী প্রধান অতিথি হিসেবে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনা মূলক এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

এ পুস্তিকা উপরোক্ত তিনটি ভাষণের সংকলন। বক্তৃতাগুলো টেপ রেকর্ড থেকে সংকলন করা হয়েছে। বক্তৃতাগুলো ছিল অলিখিত। বক্তৃতার আর্ট আর বইয়ের আর্টের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকে। তাই বক্তৃতাকে বই আকারে প্রকাশের জন্য আমরা ভাষাগত কিছুটা সম্পাদনা করে দিয়েছি, বিষয়গত নয়।

ইসলামী জনতা বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন এবং ছাত্র ইসলামী আন্দোলনসহ সর্বস্তরের জনগণ ও জনশক্তির জন্যেই এ পুস্তিকা পথ ও পাথেয়র সন্ধান দান করবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

সূচী পত্র

জামায়াত জনগণের আস্থাভাজন সংগঠন	৭
ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়	১২
আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়	১২
পূর্বসূরী ও মরহুম নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন	১৩
আমরা ঐক্য ও সহযোগিতা চাই	১৫
ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি	১৬
কারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে?	১৭
বর্তমান সরকারের কয়েকটি গরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা	১৮
আত্মঘাতি মুক্তবাজার অর্থনীতি	২২
মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতিসংঘের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা	২২
রুকনদেরকে প্রেরণার উৎস হতে হবে	২৩
আলেম ও গায়রে আলেম পরস্পরের পরিপূরক	২৪
মাওলানা মওদূদী (র.) আন্দোলনের পথিকৃত	২৬
জামায়াত তাকওয়া ও আদর্শ চরিত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে	২৭
প্রকৃত তাকওয়া ও দ্বীনদারীর অনুশীলণ করতে হবে	২৮
আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলুন	৩২
ছাত্রদের জন্যে পথ নির্দেশ	৩৬
অভিভাবকদের উদ্দ্যেশ্যে পরামর্শ	৩৬
খালিস নিয়্যতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন	৩৮
চরিত্র ও যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুন	৪১
নতুন বিশ্ব গড়ার আহ্বান	৪৩
পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন	৪৩
মুসলিম জাতিসত্ত্বাই স্বাধীনতার ভিত্তি	৪৫
স্বাধীনতার শত্রুকারা?	৪৫
স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ছাত্রদের ঐক্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা চাই	৪৮

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

জামায়াত জনগণের আস্থাভাজন সংগঠন❖

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

পরম শ্রদ্ধেয় নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম, আজ পর্যন্ত যিনি আমাদের আমীরে জামায়াত ছিলেন, পদপদবী ছাড়াই তিনি আমাদের নেতা থাকবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর হায়াত দারাজ করুন। তাঁর এ পর্যন্ত কালের সকল দ্বীনি খেদমত কবুল করুন। যে মহান মৌলিক কাজের উদ্দেশ্যে তিনি আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য পূরণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে গায়েব থেকে মদদ দান করুন। সেই কাজ তাঁর থেকে নেয়ার ব্যাপারে আমাদেরকেও তৌফিক দিন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার যোগ্যতাও আমাদেরকে দান করুন।

মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত ভাই ও বোনেরা,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা (অধ্যাপক গোলাম আযম) এমারাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার কারণে এ কঠিন দায়িত্ব আমার মতো একজন দুর্বল ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়েছে। গত মাসের ১৯ তারিখ রাতে আমি ঢাকার বাইরে সফরে থাকা অবস্থায় নির্বাচনের ফল জানতে পারি। তখন

❖ ৭ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে মজলিশে শূরার অধিবেশনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী 'আমীরে জামায়াত' হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শপথের পর পরই তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এটি তাঁর সেই ভাষণ। আমীর জামায়াত হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম ভাষণ।

www.bjilibrary.com

থেকে এ দায়িত্বের জন্যে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরী করার জন্যে আমি আমার পক্ষ থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি। আল্লাহর তাওফিক চেয়েছি। এতদ্বসত্ত্বেও শপথের এই মুহূর্তে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ দায়িত্ব কত কঠিন সে অনুভূতি কম বেশী আমাদের সকলেরই আছে। আমি নিজেকে কোনো অবস্থায় এত বড় দায়িত্বের যোগ্য মনে করিনি। ছাত্র জীবন থেকে ইসলামী আন্দোলনের যে দীক্ষা আমরা পেয়েছি তা থেকে জানতে পেরেছি, নেতৃত্বের কামনা বাসনা যেমন বৈধ নয়, তেমনি দায়িত্ব থেকে পালাবার অনুমতিও নেই।

তাই নিজের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার পূর্ণ অনুভূতি সহকারেই এ কঠিন গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের সকলেরই বিশ্বাস থাকার কথা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এ গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। আমি আমার সাধ্যমত এ দায়িত্ব পালনে প্রাণ উজাড় করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য কামনা করি। সেই সাথে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে আমি এই আশা ও করি, যারা এ গুরুদায়িত্ব এই দুর্বল ব্যক্তির কাঁধে অর্পণ করেছেন, তারাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রাণ উজাড় করে দোয়া করবেন এবং সকল কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন।

আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিয়ানে কেরাম, প্রিয় সংগি-সাথী, আপনাদের মাধ্যমে আমি জামায়াতের রুকন, কর্মী, সমর্থক, শুভাকাংখী, সকলের কাছে দোয়া এবং সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন করছি। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলামী আন্দোলনের এই গুরুভার যিনি বহন করেছেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি আমার ছাত্র জীবন তৎকালীন ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে তিন বছর এবং নিখিল পাকিস্তান সভাপতি হিসাবে দুই বছর, তার গাইডেন্স নিয়ে, তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে, ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেছি। জামায়াতের জীবনে ঢাকা সিটির আমীর হিসাবে প্রায় পাঁচ বছর, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে ছয় বছর এবং সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে বার বছর, তাঁর সাহচর্য পাওয়ার

www.bjilibrary.com

সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর সরাসরি পরিচালনা ও গাইডেন্স (Guidance)-এ নিশ্চিন্তে নিরাপদে দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে তাঁর জায়গায় এই গুরুভার বহন করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ছিল বিশাল বট বৃক্ষের ছায়া স্বরূপ। মনে হচ্ছে, সেই ছায়া থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে তাঁর মহানুভবতার কাছে আমার এবং আমাদের সকলের প্রত্যাশা, তাঁর সাথী সঙ্গী হিসাবে মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ যদি কখনো আমাদের দ্বারা তিনি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তিনি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।

আজকে যেভাবে তিনি আমাদের জন্যে দোয়া করেছেন, আমাদের প্রাণভরা আশা, তাঁর দোয়া আমাদের জন্যে সদা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা এমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, আন্দোলন সংগঠন থেকে নয়। তিনি কতগুলো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন অনেকদিন থেকেই। এবার কর্মপরিষদ, মজলিসে শূরা তাঁকে অব্যাহতি দিয়েছে। তিনি কেবল ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে কিছু মৌলিক, আদর্শিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশনার প্রয়োজন আছে। আমরা সেগুলো তাঁর থেকে আশা করি। আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করবো এ ব্যাপারে যেন তিনি অবদান রাখতে সক্ষম হন, আমরা যেন এ ব্যাপারে তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিতে সক্ষম হই। আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা শুধু জামায়াতে ইসলামীরই নেতা ছিলেন না, জামায়াতের সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি এ দেশে কালেমায় বিশ্বাসী সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি উদ্যোগী ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজকের এ দিনে তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের সকলের অংগীকার হউক সেই ঐক্যকে আরো জোরদার, ফলপ্রসূ এবং বাস্তবে রূপদান করার।

আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জাতির একটি

www.bjilibrary.com

ক্লান্তি লগ্নে চার শীর্ষ নেতার বৈঠক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, ঘোষণা তৈরীর ক্ষেত্রে এবং সেই ঘোষণার আলোকে মাঠে ময়দানে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার ও বেগবান করার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছেন, সেই ভূমিকাকেও অব্যাহত রাখার, জোরদার করার এবং একটি যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছাবার অঙ্গীকারও আমরা করছি শ্রদ্ধেয় নেতাকে সামনে রেখে।

আসলে এই মুহূর্তে বক্তৃতার জন্য আমি মানসিকভাবে তৈরী নই। পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য, ইনশাআল্লাহ, সম্ভব হলে সমাপনী বক্তব্যে আনা যাবে।

আমি একটি কথা বলে কথা শেষ করতে চাই। তা হলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নির্বাচন, শূরা নির্বাচন, একান্তই আমাদের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপার। কিন্তু এবার পত্র-পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে নেতিবাচক ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা স্বেচ্ছায় বরং সংগঠনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ব্যাপারে যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, সে ব্যাপারটিকেও ভিন্নরূপ দেয়ার অপচেষ্টা করেছে। হয়তো বা পরিস্থিতি ঘোলা করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মর্জি ভিন্ন। পত্র-পত্রিকার এই ভূমিকাকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি প্রায় সর্বস্তরের জন-মানুষের মনে আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতের সাংগঠনিক প্রক্রিয়াধীন একটি নির্বাচনে বলতে গেলে গোটা জাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎসাহ নিয়েছে। এভাবে জামায়াতে ইসলামীকে জন-মানুষের একটি আস্থাভাজন সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠার পরিবেশ সংবাদ পত্র এবং সাংবাদিক বন্ধুরা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আমি এ মুহূর্তে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সাথে এতটুকু আবেদন রাখতে চাই যে, দেশে এবং দেশের বাইরে জামায়াতে ইসলামীর একটি ওজন আছে। জামায়াতে ইসলামীর যে কোন কথা যে কোন সিদ্ধান্তের ওজন আছে। জামায়াতে ইসলামী একটি দায়িত্বশীল গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ময়দানে দায়িত্বশীলতা এবং গঠনমূলক কার্যক্রমের উদ্যোক্তা জামায়াতে

www.bjilibrary.com

ইসলামী। আশা করবো, জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তাঁরা আরও একটু জানা বোঝার চেষ্টা করবেন। জামায়াতের এ অবদান দেশের জন্যে কি কল্যাণ বয়ে আনতে পারে, জাতির জন্যে কি বয়ে আনতে পারে, এ ব্যাপারে তারা আরো জানা বোঝার চেষ্টা করলে তাদের পেশার প্রতি তারা ইনসাফ করবেন, আমরা তাদের বিবেকের কাছে এ আবেদনটুকু রাখতে চাই।

পত্রিকার লেখা-লেখিকে কেন্দ্র করে আমীর নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর দেশের ভেতর এবং বাইরে থেকে বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব অভিনন্দন জানিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর এমারতের গুরুদায়িত্বের বোঝা যাদের উপর অর্পিত হয় তাদের জন্যে যে বিষয়টি আনন্দের নয়, সেকথা হয় তো তাদের বোঝার বাইরের জিনিস। এ দায়িত্ব আনন্দের নয়, ঝুঁকিপূর্ণ একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যাদের উপর আসে তারা আনন্দিত হয় না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। যারা সদিচ্ছা নিয়ে, শুভেচ্ছা নিয়ে জামায়াত এবং জামায়াতের আন্দোলনের প্রতি ভালবাসা নিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমরা আশা করবো তারা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে দোয়া করবেন যাতে করে দেশ ও জাতির জন্যে জামায়াতে ইসলামী একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

জামায়াতে ইসলামী প্রথমে বাংলাদেশে এবং এরপরে গোটা বিশ্বে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে এবং মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথ দেখাবার মাধ্যমে জনকল্যাণ মূলক সমাজ কায়েম করার অঙ্গীকার অব্যাহত রাখবে। আমরা আল্লাহর দরবারে ধরনা দেবো এবং মাঠে ময়দানে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবো। আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপাতত আমার কথা শেষ করছি।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়❖

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।

আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশর বর্তমান ২০০১-২০০৩ সেশন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশের সমাপ্তি লগ্নে আমাদের এ সেসনের যাত্রা শুরু হচ্ছে। অপর দিকে দুই সহস্রাব্দ শেষে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চলমান আন্দোলনের ফসল তোলার লক্ষ্যে আগামী সংসদ নির্বাচনে আমাদেরকে যথাযথ ভুমিকা রাখতে হবে। সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জাগরণের বিরুদ্ধে ইহুদীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আগামী শতাব্দীকে ইসলামের শতাব্দীতে পরিণত করার জন্য সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহর উল্লেখযোগ্য সক্রিয় অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামী শতাব্দীকে ইসলামের শতাব্দীতে পরিণত

❖ ৯ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে নবনির্বাচিত মজলিশে শূরার প্রথম অধিবেশনে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সমাপনী ভাষণ।

www.bjilibrary.com

করার প্রেক্ষাপট তৈরীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই কার্যকর ভূমিকা পালন এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে।

নিছক একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে নয়, গোটা বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির স্বার্থে, বিশ্বব্যাপী বিপর্যস্ত মানবতা মনুষত্বের পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে ইসলামের বিজয় অনিবার্য। এ মহাসত্যকে সামনে রেখে আমাদের আগামী বছরের পরিকল্পনা হলো, সরকার বিরোধী আন্দোলনে যথাযথ ভূমিকা রাখা এবং নির্বাচনে নিজেদের সাধ্যমত প্রাণ উজাড় করে ময়দানে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে একটি সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টি করা। এ দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটবে আগামী বছর অর্থাৎ ২০০১ সালে। সেই বছরই আমরা রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে।

আমাদের আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ এ অধ্যায়ে আমি অত্যন্ত আবেগ নিয়ে স্মরণ করছি শহীদ আবদুল মালেকসহ ইসলামী ছাত্র সংঘ, ইসলামী ছাত্র শিবির ও জামায়াতে ইসলামীর সে সব ভাইদের কথা যারা আজ পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের শাহাদাত কবুল করুন। এ সব শহীদের রক্তে ভেজা জমিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের বিজয় পতাকা উড়ানোর জন্য আমাদের কবুল করুন।

পূর্বসূরী ও মরহুম নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ যাবত রাজনৈতিকভাবে বিজয় লাভ না করলেও এই আন্দোলনের আদর্শিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক প্রভাব আলহামদুলিল্লাহ সুদূর প্রসারী। বিশ্বব্যাপী আজ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে আলোচিত। ইসলাম আজ মানবতার মুক্তির ব্যাপারে অনিবার্য ও অপরিহার্য সত্য। বিশ্বের দেশে দেশে আজ ইসলামী গণজাগরণ একথার সাক্ষী। ইসলামী আন্দোলনকে এ পর্যায়ে আসতে দেখে আমি প্রাণ খুলে দোয়া করছি, এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের

www.bjilibrary.com

পথিকৃত সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) এর জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে নূর দিয়ে ভরে দিন। তাঁর সকল দ্বীনি খেদমত কবুল করুন। তাঁর সৃষ্ট আন্দোলনকে বিজয়ের চূড়ায় পৌঁছানোর জন্যে আমাদেরকে পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহকারে প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দান করুন।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনকে বাংলাদেশে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিদায়ী আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা প্রাণ খুলে দোয়া করবো আল্লাহ তা'আলা তাঁর হায়াত দারাজ করুন। তাঁর সমস্ত খেদমত কবুল করুন। যে মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এমারত থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন– সেই কাজগুলো সফলভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করুন।

আমি এ মুহূর্তে আরো কয়েকজন মুরুব্বী এবং আমাদের সহকর্মীর কথা স্মরণ করতে চাই যারা আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। আমি স্মরণ করতে চাই মরহুম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রঃ) মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান (রঃ) হযরত মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী (রঃ)-এবং মরহুম জনাব আবদুল খালেক (রঃ)- সাহেবের অবদানের কথা। ব্যক্তিগতভাবে এ চারজনই আমার মুরুব্বী ছিলেন। তাঁদেরকে নিকট থেকে দেখেছি। এ আন্দোলনকে এ পর্যায়ে আনার ক্ষেত্রে তাঁদের নিরব খেদমত ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকল খেদমত কবুল করুন।

সেই সাথে আমাদের সহকর্মী প্রিয় ভাই মাহমুদ হোসাইন আল মামুন, জনাব আবদুল গাফফার এবং মাওলানা রুহুল আমিন আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। তারাও এ আন্দোলনে নিরব কর্মী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সমস্ত খেদমত কবুল করুন।

www.bjilibrary.com

তাঁদের কবরকে নূর দিয়ে ভরে দিন। তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মাকামে স্থান দিন। তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আরো নিষ্ঠার সাথে, আরো আন্তরিকতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালনের তাওফীক দিন।

আমরা ঐক্য ও সহযোগিতা চাই

আজকের এ মুহূর্তে আপনাদেরকে সামনে রেখে আমি এটাও ঘোষণা করতে চাই, ইসলামের বিজয়ের স্বার্থে ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের ঐক্য অপরিহার্য। আমাদের মুহতারাম সাবেক আমীরে জামায়াত এ ঐক্য প্রচেষ্টার অগ্রদূত ছিলেন এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন। আমরাও অঙ্গীকার করছি এই ভূমিকা অব্যাহত রাখার। মত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের সকল পর্যায়ের খেদমত আমাদের পরস্পরের সহায়ক। এই পারস্পরিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। আরো ফলপ্রসু করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি সকল ইসলামী দলের নেতা কর্মীদের কাছে ও সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের কাছে এ ব্যাপারে আন্তরিক দোয়া ও সহযোগিতা চাই। সেই সাথে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের সচেতন নাগরিকদের কাছে আমাদের আহ্বান এবং আবেদন, যারা শান্তি চান, কল্যাণ চান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আপনাদের এগিয়ে আসা উচিত।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন সংগ্রাম কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয়, কোনো গোষ্ঠী বা কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। জামায়াতে ইসলামীর সংগ্রাম সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যুলুমের বিরুদ্ধে, অনাচার ও পাপাচারের বিরুদ্ধে। সকল প্রকারের জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন বন্ধ করে শান্তি সুখের এবং ন্যায় ইনসাফের সমাজ গড়ার মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী গরীব এ বাংলাদেশকে সুখী সমৃদ্ধ একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এ কাজকে সহযোগিতা দেয়ার জন্য

www.bjilibrary.com

আমরা শান্তি ও কল্যাণকামী সকল পর্যায়ের রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবীসহ সকল পেশার, সকল শ্রেণীর নাগরিকদের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নৈরাজ্যকর। প্রতিহিংসা, জিঘাংসা এবং ভেদাভেদের রাজনীতি আজ দেশকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা আন্তরিকভাবে এ অবস্থার অবসান দেখতে চাই। আমরা এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চাই আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র নীতিমালার ভিত্তিতে, নির্দেশনার ভিত্তিতে। আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং কোরআন কোনো দল বিশেষের নয় বা কোনো গোষ্ঠি ও সম্প্রদায় বিশেষের নয়, সকল মানুষের। অতএব, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে একাজে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করি। আমরা এলক্ষ্যে পৌঁছতে চাই-রসূলে পাক (সাঃ) এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে।

বল প্রয়োগের মাধ্যমে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা আমাদের লক্ষ্য নয়। এটা আমাদের কর্মসূচীরও অন্তর্ভূক্ত নয়। মদীনাবাসী যেভাবে মুহাম্মাদুর রাসূল (সাঃ)-কে স্বতস্ফূর্তভাবে সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়ে ইসলামের বিজয়ের সূচনা করেছিলেন, সেটাই ইসলাম বিজয়ের, ইসলাম প্রতিষ্ঠার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত সহীহ পদ্ধতি। সেটাকে সামনে রেখেই আমরা এ দেশবাসীকে সাথে নিয়ে, দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় সমর্থনকে পুঁজি করে, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে দেশের চলমান বিরাজমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে চাই। যেহেতু একাজটি সকলের স্বার্থে, অতএব সর্বস্তরের জনমানুষের সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে কামনা করি। আমরা এদেশের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন রাখছি, জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইসলামী আন্দোলন হিসেবে যে দায়িত্বশীল এবং গঠনমূলক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে, আপনারা তার যথাযথ মূল্যায়ন করুন।

www.bjilibrary.com

আমরা আশা করবো আপনারা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণা পরিহার করে এবং পশ্চিমা গোষ্ঠির অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত না হয়ে উন্মুক্ত খোলা মন নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর গঠনমূলক দায়িত্বশীল ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করবেন। এটাই সচেতন বিবেক বুদ্ধির কাছে আমরা আশা করতে চাই।

কারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে?

আমরা এটাও ঘোষণা করতে চাই, জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন এবং বিশ্বের দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনসমূহ বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত সংখ্যগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। এ আন্দোলন কেবল তাদের স্বার্থেই আঘাত হানে, যারা শোষক হিসেবে দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। শোষক শ্রেণী এবং কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ছাড়া আর কারও স্বার্থ বিরোধী নয় ইসলামী আন্দোলন। বরং ইতিবাচকভাবে আজকের বিশ্বের মজলুম মানবগোষ্ঠীর মুক্তি একমাত্র একটি সফল ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব। যারা গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং শোষকের ভূমিকায় আছে, তারা তাদের কায়েমী স্বার্থ ধরে রাখার স্বার্থে ও শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে, ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে চতুর্মুখী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। অপপ্রচার ও মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমরা তীব্র ভাষায় এটার নিন্দা করছি।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন রাজনীতি ও ধর্মহীন শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক বাহকরা ক্ষমতার ভিতর ও বাইরে থেকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। মূলতঃ মানুষের সমস্যা সমাধানে তারা ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা লুকাবার জন্যে, ঢাকা দেয়ার জন্য তারা এ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং তাদের দোসর নাস্তিক্যবাদী .বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিসেবীদের ভূমিকা বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ। দেশ ও

www.bjilibrary.com

দশের কল্যাণ করতে তারা যে ব্যর্থ হয়েছে, সেই ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্যে, তাদের রাজনৈতিক অদক্ষতা লুকাবার জন্যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, মিথ্যা প্রচার এবং যুলুম নির্যাতনের আশ্রয় নিচ্ছে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এটা সনাতন ব্যাপার। সর্বযুগে সর্বকালে এটা ঘটেছে।

বর্তমান সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের ভূমিকাকেও আমরা মূল্যায়ন করতে চাই। বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ অতীতেও কয়েকবার ক্ষমতায় এসেছে। '৫০ এর দশকে কিছুদিনের জন্য তারা ক্ষমতা ভোগ করেছে। তখনও তারা প্রমাণ করেছে-নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণকে কিছু দেয়ার যোগ্যতা তাদের নেই।

'৭২ থেকে '৭৫ সাল ক্ষমতায় থাকাকালে তারা প্রমাণ করেছে, তারা শুধু তাদের দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বার্থে এবং তাদেরকে ক্ষমতাসীন করার ক্ষেত্রে যারা মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করেছে তাদের স্বার্থেই কাজ করেছে। দেশ এবং জাতির স্বার্থে তারা কিছু করতে পারেনি। ২১ বছর পর আবার ক্ষমতায় এসেও তারা তাই করছে। দেশ চালাবার যোগ্যতা তাদের নেই। সরকার পরিচালনারও যোগ্যতা তাদের নেই। দেশের মানুষের ভাত, কাপড়, বাসস্থান থেকে শুরু করে কোনো প্রয়োজন পূরণ করার এবং মানুষের জানমাল ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা বিধানের কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। তাদের এ ব্যর্থতার পটভূমিতে সফল এবং স্বার্থক কোনো আন্দোলন গড়ে উঠুক এটা তারা চায়না বলেই বিরোধী দলের উপর চতুর্মূখী হামলা তারা চালাচ্ছে। এখানে তাদের ব্যর্থতার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই।

১. আইন শৃংখলার অনবতিঃ

যে কোনো সরকারের সফলতা ব্যর্থতার মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে দেখার বিষয় প্রথমতঃ আইন শৃংখলার উন্নতি বিধানে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে

www.bjilibrary.com

পারছে কিনা'? বিগত সাড়ে ৪ বছরের শাসন আমলে আওয়ামী লীগ আইন শৃংখলার উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, বরং তারা নিজেরাই আইন-শৃংখলার সর্বনাশ করেছে। আইন শৃংখলা ধ্বংস করেছে। যার ফলে তাদের শাসনামলের প্রথম তিন বছরে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে ১৪ হাজার। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৮ হাজার ২৫০। নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২৪ হাজার তিন শত। আওয়ামী লীগের শাসনকে গডফাদারদের শাসন ও মাফিয়া চক্রের শাসন বললেও বেশী কিছু বলা হয় না। নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, লক্ষীপুর তার জলন্ত প্রমাণ। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, আওয়ামী লীগ পুলিশ প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে পুলিশ বাহিনীকেও অপরাধ জগতের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছে। ২০০০ সালের ১১ মাসে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত দেশের পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ১৫ হাজার।

মজলুম মানুষের পয়লা আশ্রয় থানা ও পুলিশ, এটাকেও দলীয়করণের মাধ্যমে অকার্যকর করে ফেলেছে। সরকার এই ইনষ্টিটিউশনকে ধ্বংস করে চলেছে।

মানুষের দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল আইন-আদালত কোর্ট কাছারী। সেখানেও টেলিফোনে ধমকের মাধ্যমে, সংসদে সংসদীয় রীতি নীতি ভংগ করে বিচারকদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মাধ্যমে, লাঠি মিছিলের মাধ্যমে এবং প্রধান নির্বাহীর পক্ষ থেকে বিচারকদের বিরুদ্ধে অসতর্ক মানহানিকর ও উত্তেজনাকর বক্তব্যের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে তারা ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

২. অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ঃ

অর্থনৈতিক ময়দানে যদি আমরা তাদের ব্যর্থতা লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে '৯৬ '৯৭তে দেশে জিডিপি ছিল ৫.০৯ শতাংশ, বর্তমানে এটা এসে দাঁড়িয়েছে ৪.০৪। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল '৯৬-'৯৭তে ৩.৯। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির ঊর্ধগতিতে তা দাঁড়িয়েছে ৮.০৮ শতাংশ। মাথা পিছু আয় ছিল ৯৬-৯৭ তে ৩১০ থেকে ৩৩০ ডলার। বর্তমানে এটা নেমে পৌঁছেছে ২৯৯

www.bjilibrary.com

মার্কিন ডলারে। বিদেশী ঋণের সর্বসাকুল্যে শতকরা মাত্র ২৫% ভাগ জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে। এর বাকী ৭৫% ভাগই সরকারী মন্ত্রী এবং সুবিধাভোগী আমলাদের পকেটে যায়। টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে তাদের আমলে ইতিহাসের সবচাইতে বেশী, ১৯ বার। তাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় এক মার্কিন ডলারের মূল্য ছিল ৪১.৮১টাকা। বর্তমানে এক ডলারের মূল্য ৫৮ টাকা। কালো বাজারের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশের পণ্য আসছে বছরে ১৬ হাজার কোটি টাকার। শিল্পখাত ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রায়াত্ব ১৫৯টি শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে। চট্টগ্রামে ষ্টীল রিরোলিং মিলসহ ৭০টি মিল বন্ধ। চল্লিশ হাজার শিল্প ইউনিটের অর্ধেকই বন্ধ। এছাড়া গ্যাস, বিদ্যুৎ, পেট্রোল, কেরোসিনের বর্ধিত মূল্য এবং নানা রকম ট্যাক্স বৃদ্ধি জনগণের বাড়তি ব্যয়ের কারণ ঘটিয়েছে।

এছাড়া সংবিধান বহির্ভূতভাবে এবং জাতীয় মূল্যবোধ উপেক্ষা করে কুদরতে খুদার বানানো শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকার। একশত কোটি টাকার ভারতীয় বই আমদানীর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ভারতীয় প্রকাশনার সুযোগ দেয়ায় ১২ হাজার মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প বন্ধের উপক্রম হয়েছে। এই ঘটনাটি একদিকে আমাদের অর্থনীতির উপর মরণ আঘাত, সেই সাথে জাতীয়ভাবে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির উপর ও একটি আগ্রাসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, এভাবে আইন শৃংখলা এবং অর্থনীতিকে যে দলটি ক্ষমতার স্বার্থে ধ্বংস করে, কোনো দেশপ্রেমিক নাগরিক, কোনো দেশপ্রেমিক গোষ্ঠী এমন একটি দলকে ক্ষমতায় দেখতে রাজী হতে পারেনা। তারা ক্ষমতায় থাকুক এটা চাইতে পারেনা, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসুক তা চাইতে পারেনা। অতএব এই সরকারের বিরুদ্ধে বেগবান ও জোরদার আন্দোলন করা সময়ের দাবী। দেশপ্রেমের দাবী, দেশের মাটি ও মানুষের স্বার্থের দাবী। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই লক্ষ্যেই চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকা রেখে আসছে। চার শীর্ষ নেতার বৈঠক

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে হয়েছে। চার শীর্ষ নেতার ঘোষণা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে হয়েছে। এই আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এসেছে। এই আন্দোলনের ফসল আমাদের ঘরে তুলতে হবে-আন্দোলনকে আরো জোরদার আরো বেগবান করার মাধ্যমে। আওয়ামী সরকার যাতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার সুযোগ না পায়-সে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং নির্বাচনে নিজেদের একটি সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

৩. দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি ঃ

এই সরকারের ব্যর্থতা শুধু, আইন-শৃংখলা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়। দ্বি-পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যতো চুক্তি এ সরকার সম্পাদন করেছে, কোনোটাতেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পানি চুক্তি এর সাক্ষী। এক ফোটা পানির গ্যারান্টি নেই, বরং গংগা নদীর পানির উপর ভারতের নিরকুংশ কর্তত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

তথাকথিত শান্তি চুক্তিও এর সাক্ষী। শান্তি চুক্তি পার্বত্য এলাকায় শান্তি আনতে পারেনি। বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্তু লারমার হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে দেশের এক দশমাংশ এলাকাকে বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

ট্রানজিটের নামে করিডোর দেয়ার অংগীকারেও আমাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে।

গ্যাস নিয়ে চক্রান্ত এবং গ্যাস রপ্তানীর পাঁয়তারার ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেয়া হচ্ছে।

৪. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে ব্যর্থতা ঃ

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্বের দেশে দেশে পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমর্থন দেয়া, স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে আন্তর্জাতিক ফোরামে সোচ্চার হবার ক্ষেত্রে এ সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। বরং

www.bjilibrary.com

আধিপত্যবাদের কাছে নতি স্বীকারের স্বাক্ষর বারবার এ সরকার রেখেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে, প্যালেষ্টাইনের প্রশ্নে, চেচনিয়া-বসনিয়ার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ফোরামে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা নেই।

আত্মঘাতি মুক্তবাজার অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধারা, জাতিসংঘের ভূমিকা ও অর্থনীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফোরামের ভূমিকাকে সামনে রেখে বিবেকবান বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন রাখতে চাই। তাহলো, তথাকথিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি গরীব দেশগুলোকে আরো গরীব করার এবং ধনী দেশগুলোকে আরো ধনী করার একটি অপকৌশল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ামক মোড়ল শক্তিগুলো তাদের স্বার্থেই এটা চালু করেছে। দেশীয় শিল্পের প্রটেকশন ছাড়া ঢালাওভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি সমর্থন করা গরীব দেশের জন্য বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর জন্য আত্মঘাতি। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশও এই আত্মঘাতি প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতিসংঘের পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি স্থাপনে, আঞ্চলিক বিরোধ নিরসনে জাতি সংঘের ভূমিকা ভারসাম্যহীন এবং পক্ষপাতমূলক। এ ব্যাপারে আমরা বেশী দৃষ্টান্ত দিতে চাইনা। অতি সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার খ্রীষ্টান অধ্যুষিত পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ যে ভূমিকা রেখেছে, প্যালেষ্টাইনীদের মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে ও স্বাধীন প্যালেষ্টাইন প্রতিষ্ঠার পক্ষে সে রকম ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আন্দোলনের প্রতি সেই ভূমিকা রাখতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। চেচনিয়ার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা রাখতে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছে। এটা জাতিসংঘের মোড়লদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা বিশ্বের বিবেকবানদের কাছে এ ধরণের পক্ষপাতদুষ্ট ও ভারসাম্যহীন ভূমিকা থেকে জাতিসংঘকে বিরত রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই। সেই সাথে মধ্য প্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে চাই- আল্-কুদ্স্ ও বায়তুল মাকদাস শুধু

www.bjilibrary.com

প্যালেষ্টাইনীদের নয়, গোটা মুসলিম উম্মাহর পবিত্র স্থান। এটাকে ইহুদীদের দখলমুক্ত না করা পর্যন্ত এবং ফিলিস্তিন ও ফিলিস্তিনবাসীদের এই অধিকার স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনকে মেনে না নেয়া পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। এছাড়া মুসলিম জাহানের সাথে পশ্চিমা জগতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কোনো ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। জাতিসংঘকে এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে বিশেষ করে আমেরিকার মতো দেশকে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে। এমনিভাবে উপমহাদেশের উত্তেজনা নিরসন নির্ভর করে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপর। উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে উত্তেজনা এবং অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার কেন্দ্রবিন্দু হলো কাশ্মীর। পূর্ব তিমুরের খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকাবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনের প্রতি জাতিসংঘ যেভাবে সমর্থন যুগিয়েছে, কাশ্মীরবাসীদের ৫২ বছরের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এমনি ধরণের সমর্থন দাবী করে। জাতিসংঘের রেজুলেশনের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে কাশ্মীরবাসীদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে উপমহাদেশে উত্তেজনা নিরসন করা যাবে না। অতএব বিশ্ব শান্তির স্বার্থে বিশ্বের এই বিশাল অংশে শান্তি স্থাপন অপরিহার্য অনিবার্য। আর এ শান্তি নিশ্চিত করতে হলে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কাশ্মীর সমস্যার সম্মানজনকভাবে, কাশ্মীরীদের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটিয়ে সমাধান করতে হবে।

রুকনদেরকে প্রেরণার উৎস হতে হবে

একয়টি কথা বলার পর এবার আমি জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের দিকে ফিরে আসতে চাই। আমাদের সংগঠনের প্রাণ এবং রুহ্ হচ্ছে আমাদের রুকনগণ। যদিও জামায়াতে ইসলামী আজ শুধু রুকনদের সংগঠন নয়, শুধু কর্মীদের সংগঠন নয়, বরং সর্বস্তরের জনগণেরই সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তবু সংগঠনের মেরুদন্ড হচ্ছে সংগঠনের রুকনগণ। অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এই প্রাণশক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার

www.bjilibrary.com

সংগঠনের মধ্যেও দুর্বলতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু হতাশ হওয়ার অনুমতি নেই। আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হওয়া, নিরাশ হওয়া কুফুরির নামান্তর। মানুষ দুর্বলতার উর্ধ্বে নয়, মানুষের সংগঠনও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। আমরা কেউই ভুল-ত্রুটির ও দুর্বলতার উর্ধ্বে নই। দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সর্বপর্যায়ের দায়িত্বশীলদের উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের মধ্যে কেন দুর্বলতা ঢুকেছে? এর কারণ চিহ্নিত করতে হবে। কারণ দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। নিজেদেরকে সকল জনশক্তির মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করতে হবে।

আলেম ও গায়রে আলেম পরস্পরের পরিপূরক

এরপর আমি কয়েকটি বিষয়ে কথা বলতে চাই। জামায়াতে ইসলামী, আলহামদুলিল্লাহ, এমন একটি সংগঠন যেখানে বহু আলেমে দ্বীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষিতের সমাবেশ ঘটেছে। উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আছেন। আবার অল্প শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকেরাও আছেন। জামায়াতে ইসলামীর এই প্লাটফরম ইংরেজ সৃষ্ট মোল্লা মিষ্টারের ভেদ রেখা ভেঙ্গে দিয়েছে। মূলতঃ মোল্লা মিষ্টারের এই বিভেদ-নীতি ইংরেজদের সৃষ্ট। এটা মুসলিম উম্মার জন্য একটি অভিশাপ। আলহামদুলিলাহ, জামায়াতে ইসলামী এটা দূর করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার একটি কথা। জামায়াতের বাইরের ওলামা-মাশায়েখের প্রতি আমরা নমনীয় ব্যবহার করবো, তাদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দিবো। বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টির স্বার্থে এটা অত্যন্ত জরুরী।

জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে যারা ওলামায়ে কেরাম আছেন, আমি তাদের কথা আগে বলতে চাই। ওলামা হিসাবে অতিরিক্ত কনসেশন এবং মর্যাদা কামনা করা আমাদের ওলামায়ে হক এবং সলফে সালেহিনের সুন্নতের পরিপন্থী। বরং এই আন্দোলনে আলেম সমাজকেই সর্বোচ্চ ত্যাগ কুরবানীর নজির পেশ করে অন্যান্যদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি বড় বড় আলেমদেরকে এ্যাকমোডেট করার জন্যে

www.bjilibrary.com

কনসেশন দিতে হবে, একটু লাইসেন্স দিতে হবে, একটু শিথিলতা করতে হবে, সেটা হবে অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব এবং ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থী।

আপনারা লক্ষ্য করবেন, তাবলিগ জামায়াতে সাধারণ মানুষের চিল্লা জীবনে ৩টা, আর আলেমদের ৭টা। পীরের দরবারে যান সাধারণ মানুষকে মুরিদ করতে গিয়ে যেভাবে ছবক দেয়া হয় আলেমদেরকে সেভাবে নয়। আলেমদের জাহেরী এলেমের গরম একটু কমিয়ে তার পরে মুরিদ করা হয়। আলেমগণ তো মঞ্চে বক্তৃতায় বলেন "যদি কিছু মরতবা চাও মান মর্যাদা চাও তাহলে নিজের অস্তিত্বকে মিটিয়ে যাও"। বক্তাকে তো বক্তৃতা অনুযায়ী আমল করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীতে আলহামদুলিল্লাহ ওলামায়ে কেরামের যারাই সংগঠনে একটু সক্রিয় তাদের উপরই দায়িত্ব আসে। অতএব জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি, ওলামায়ে কেরামকে যথাযথ মূল্যায়ন করছে। এ নিয়ে কোনো হীনমন্যতা থাকা উচিত নয়।

তবে যারা আলেম নন, তাদের উচিত হবে ওলামায়ে কেরামকে নিয়ামত, রহমত হিসেবে গ্রহণ করা। যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে কুরআন হাদীস পড়ার সুযোগ পাননি, ইসলামকে সরাসরি জানার সুযোগ পাননি, জামায়াতে ইসলামীতে ওলামায়ে কেরামের অবস্থান তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রহমত এবং নিয়ামত। আলেম নিজে নিজে মর্যাদা চাইবেন না। না চাইলেই পাওয়া যাবে, চাইলে পাওয়া যায়না। আমি এই মহাসত্যটা অকপটে বলছি। মাফ করবেন কেউ যেনো আমাকে ভুল না বোঝেন। কারণ যে সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে আলেম বলা হয়, আমি নিজেকে আলেম মনে না করলেও ঐ সার্টিফিকেট আমারও আছে। সেটা নিয়েই একথাটা আমি বলছি। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন, একটি ইউনিক আন্দোলন। এ আন্দোলনে মাওলানা-মিষ্টার, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত সকলকে এক কাতারে ভাই ভাই হিসাবে 'বুনি আনুম মারসুস' হিসাবে দাঁড় করাবার যে সুযোগ দিয়েছে এই সুযোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যাবহার আমাদের করা দরকার।

www.bjilibrary.com

ওলামায়ে কেরাম এবং আধুনিক শিক্ষিত, আমরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ও সহায়ক বন্ধু। এখানে কেউ কাউকে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য না করে পরস্পর-পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ আছে। জামায়াতে ইসলামীতে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে আলেম এবং আধুনিক শিক্ষিতদের একটি মহাসমাবেশের ব্যবস্থা করেছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে, আধুনিক এই যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার যোগ্যতা রাখে, এই সত্যটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

মাওলানা মওদূদী (র.) আন্দোলনের পথিকৃৎ

এরপর এই প্রসংগে আমার দ্বিতীয় কথা হলো, মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-কে আমরা ফেকাহ্‌র ইমাম বা আকায়েদের ইমাম মানিনা। তাঁর জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী আমরা উদ্‌যাপন করিনা। এটা একদিক। কিন্তু আন্দোলন সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের পথিকৃৎ। তিনি যে সমস্ত জিনিসকে গুরুত্ব বেশী দিতে বলেছেন দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়া শুরু করেছি। যে কাজগুলোকে কম গুরুত্ব দেওয়ার বা গুরুত্ব না দেওয়ার কথা বলেছেন, সেগুলোর দিকে আমরা ক্রমে একটু বেশী ঝুঁকে পড়েছি। ফলে আন্দোলনে সংখ্যা শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু গুণগত, মানগত দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি।

দেখুন, পাকিস্তান আমলের শেষদিন পর্যন্ত এই বাংলাদেশের অংশে আমাদের যে জনশক্তি ছিলো, রুকন-কর্মীসহ বর্তমানে সংখ্যা শক্তির দিক দিয়ে তার চেয়ে বিশগুণ শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। মানুষ বেড়েছে দ্বিগুণ। কিন্তু আমাদের সংখ্যা শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বিশগুণ। কিন্তু যার যার জায়গায় নিজেরা বুকে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন, সত্তুরের সেই রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা তুফানের মধ্যে আমরা যে শক্তি অনুভব করতাম, আজকে এতো সংখ্যা শক্তি নিয়েও কিন্তু সেই শক্তি আমরা উপলব্ধি করছিনা। কেন এমনটি হচ্ছে? এ বিষয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। এ

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর মৌলিক বই-পুস্তক যার উপরে ভিত্তি করে জামায়াতে ইসলামী দাঁড়িয়ে আছে, ইসলামী বিপ্লবের পথ, ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, দাওয়াত ও কর্মনীতি, সত্যের সাক্ষ্য, হেদায়েত, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলীসহ এসকল বই আমাদের সব সময় পড়া দরকার। বিশেষ করে এই বইগুলো দায়িত্বশীলদের সামনে সবসময় থাকা দরকার।

ব্যাগ নিয়ে সফর করলে এসব বই ব্যাগে থাকা দরকার। নিজের পড়ার টেবিলে সব সময় থাকা দরকার, প্রয়োজনে যে কোনো সময় সেখান থেকে আমাদের দেখা দরকার যে আমরা ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক চিন্তা থেকে কোথায় কোথায় একটু এদিক সেদিক হচ্ছি। যেখানে এদিক সেদিক হচ্ছি সেখানেই কিন্তু আমরা ক্ষতির সম্মুখীন। জামায়াতে ইসলামী মুসলিম লীগের মত, খেলাফতে রব্বানি পার্টির মতো, নেজামে ইসলাম পার্টির মতো, কোনো সংগঠন নয় কেন? কি কি কারণে মুসলিম লীগ থেকে জামায়াতে ইসলামী আলাদা, খেলাফতে রব্বানি পার্টির মতো একটি বুদ্ধিজীবি থেকে জামায়াতে ইসলামী আলাদা, নেজামে ইসলাম পার্টির মতো ওলামা প্রধান একটি ইসলামী পার্টি থেকে জামায়াতে ইসলামী আলাদা? অন্ততঃ আজকের সভায় যারা উপস্থিত আছেন, তাদের কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। মৌলিক সাহিত্য নিয়মিত পাঠ করার মাধ্যমেই আমরা এই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কনসেপশনের অধিকারী হতে পারি।

জামায়াত তাকওয়া ও আদর্শ চরিত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে

বিদায়ী আমীরে জামায়াত আবেগ ভরে বলেছেন, ইসলামী রাষ্ট্র কবে কায়েম হবে? দেখে যেতে পারবো কিনা জানিনা। তবে জামায়াত সঠিক লাইনে চলছে এটা দেখে যেতে পারলে তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারবো। তাঁর চেয়ে বয়স আমার ১৯/২০ বছর কম। এর পরও '৯৬-এর নির্বাচনের পর পর অনুষ্ঠিত কর্মপরিষদের বৈঠকে আমি নিজেও একথাটা বলেছিলাম, ইসলামী রাষ্ট্র আমাদের জীবনে কায়েম দেখে যেতে পারবো কি পারবোনা সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু মৃত্যুর আগে এটা দেখে মরতে চাই যে ইসলামী

www.bjilibrary.com

আন্দোলন সঠিকভাবে চলছে, সহীহ লাইনে চলছে। তাহলে একটা শান্তি একটা তৃপ্তি নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে পারবো। আমরা দেখে যেতে না পারলেও ইসলাম, ইনশা-আল্লাহ, বিজয়ী হবে। জামায়াতে ইসলামী তাকওয়া ভিত্তিক, নীতি-নৈতিকতা ভিত্তিক একটি সংগঠন। পলিটিক্যাল একোমোডেশনের নামে তাকওয়া এবং নীতি নৈতিকতার সাথে আপোস করা চলবে না। আমি আপোস করতে চাই না এবং আমি আশা করবো আপনারা আমাকে আপোস করতে দেবেন না। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা পাবো আশা করি।

প্রকৃত তাকওয়া ও দ্বীনদারীর অনুশীলন করতে হবে

আন্দোলন সংগঠনের নিজস্ব কোনো আকার আকৃতি নাই। নেতা-কর্মীরাই আন্দোলন সংগঠনের বাহক। কোরআন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ)-এর জীবন জিন্দেগী ছিলো জীবন্ত কোরআন। তেমনি ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের ব্যক্তি জীবন পরিচ্ছন্ন হতে হবে, তাকওয়া ভিত্তিক হতে হবে। আমল আখলাক কোরআন কেন্দ্রিক হতে হবে। এই জন্যেই আমরা আমাদের পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে প্রথমেই কোরআন কেন্দ্রিক চরিত্র ও জীবন গঠনকে এনেছি। সুরায়ে আল-মোমেনুন এবং আল ফোরকানে মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়াত যে হক তার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ইমানদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। বলার ধরণ এটা নয় যে, ইমানদারদের মধ্যে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া উচিত। বলার স্টাইলটা হলো, ইতিমধ্যেই মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী সাথীগণ এই ব্যতিক্রম ধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যতিক্রম ধর্মী চরিত্রের অধিকারী ইমানদাররা 'কাদ আফলা' অবশ্য অবশ্যই কামীয়াব হয়েছে।

আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, মানুষের পক্ষ থেকে আমানত, সংগঠনের পক্ষ থেকে আমানত। অন্যদিকে আমরা আবদ্ধ আছি আল্লাহর কাছে কৃত ওয়াদা, মানুষের কাছে কৃত ওয়াদা,

www.bjilibrary.com

সংগঠনের আমীর হিসেবে ওয়াদা, কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে ওয়াদা, মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে ওয়াদা এবং রুকন হিসেবে কৃত ওয়াদা অংগীকারের সাথে। এই সব আমানত ও ওয়াদার পাহারাদারী কি আমরা করতে পারছি? আমাদের আত্ম-সমালোচনা করা দরকার। ইসলামী আন্দোলন রাজনৈতিক বিজয় লাভের আগে নৈতিকভাবে বিজয় লাভ করে। কট্টর রাজনৈতিক প্রতি পক্ষও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের নৈতিকতা, চারিত্রিক বলিষ্ঠতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। রাজনৈতিক কারণে বিরোধীতা করতে পারে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একশ বার বলতে বাধ্য হবে এই লোকটার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানগন অল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের বিরাট বাহিনীর উপর বিজয় লাভের নৈতিক কারণ হিসেবে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেছেন: কাফের মোশরেকরা তলোয়ার চালাতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে এখান থেকে (বুকে হাত দিয়ে দেখিয়েছিলেন)। কাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার চালাচ্ছি-এরা তো আমাদের কোনো ক্ষতি করে নাই। আমাদের সম্পদের কোনো ক্ষতি করে নাই। বরং যখন এদেরকে ভিটামাটি থেকে বিতাড়িত করেছি তখন তারা তাদের কাছে গচ্ছিত আমানত তাদের জানের শত্রুর কাছেও পৌঁছিয়ে দিতে পিছপা হয়নি।' রিপোর্টের আত্মসমালোচনার ঘরে তো আমরা টিক দেই, কিন্তু আরেকটু বাস্তব ধর্মী হয়ে আমাদের আত্মসমালোচনা করা দরকার যে, আমাদের আমল আখলাক, আমাদের চাল-চলন, আমাদের আচার ব্যবহার, আমাদের অর্থনৈতিক লেন-দেন, এইগুলো কোরআনের বাঞ্ছিত আখলাক-এর রিফ্লেকশন ঘটায় কিনা? যদি এ ক্ষেত্রে আমরা সফল হই তাহলে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী রাজনৈতিক বিজয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হতে বাধ্য।

তাকওয়া এবং দ্বীনদারীর ব্যাপারেও আমি লক্ষ্য করেছি গতানুগতিক ধর্মীয় মহলের মতো আমাদের মধ্যে আবার বাহ্যিক দ্বীনদারি ও বাহ্যিক তাকওয়ার দিকে নজরটা বেশী যাচ্ছে। বাস্তব তাকওয়া উপেক্ষিত হচ্ছে। উর্দ্দুতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে: মাছির মতো ছোট ছোট কীট বাছাই করছি কিন্তু অজান্তে বিরাট আকারের হাতি আমরা গিলে ফেলছি।' মানে

www.bjilibrary.com

খুটিনাটি জিনিস আমরা ধরাধরি করছি। কিন্তু মৌলিক ব্যাপার অর্থনৈতিক লেন-দেনে পদস্খলন ঘটছে। পরিবারে স্ত্রীর হক আদায়ের ক্ষেত্রে পদস্খলন ঘটছে। ভাই-বোনের হক আদায়ের ক্ষেত্রে পদস্খলন ঘটছে। সঙ্গী-সাথীদের সাথে উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার ঘটনা ঘটছে।

এটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার, খুটিনাটি জিনিসকে বড় করে দেখলে মৌলিক জিনিসের গুরুত্ব কমে যায়। আল্লাহ তায়ালার তরিকা হলো কবীরাগুনাহ থেকে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হেফাজত কর, সগীরা গুনাহ আমি এমনি মাফ করে দেবো। তাকওয়ার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা পরিচ্ছন্নতা, মোয়ামেলাতের পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে উপেক্ষা করে পোষাকী তাকওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে কোনো লাভ নেই। দায়িত্বশীলদের জীবনটা গোটা জনশক্তির জন্য অনুকরণীয় হতে হবে। আমরা জনশক্তিকে আখেরাত মুখী করার জন্য চেষ্টা করবো, কিন্তু জনশক্তি যদি উপলব্ধি করে, আমি দুনিয়ামুখী; সহজ সরল জীবন যাপনের জন্য আমি ওছিয়ত করবো আর জনশক্তি যদি মনে করে আমার জীবনে বিলাসিতা আছে, ভোগ বিলাসের প্রবণতা আছে, তাহলে এই ওয়াজ কোনো কাজে আসবে না। আমরা আমীরে জামায়াত থেকে শুরু করে সকলে দা'য়ী ইলাল্লাহ্। দা'য়ীর প্রধান কাজ দাওয়াত ইলাল্লাহ। আর এই দাওয়াতের কাজ যারা শুরু করবে তাদের সামনে ঐ কোরআনের দুইটি আয়াত থাকতে হবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ○ (سُوْرَةُ الصَّفِ : ٢)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা বাস্তবে কারোনা?" (সরা আসসফ ঃ ২)

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ، اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة ٤٤)

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?" (সূরা বাকারা ঃ ৪৪)

www.bjilibrary.com

কথার বিপরীত কাজ আসমানী হেদায়াতের পরিপন্থী, আল্লাহর দেওয়া বিবেকেরও পরিপন্থী, কারণ এতে হিতে বিপরীত হয়।

এরপর একটি হাদীসের কথাও আমি আপনাদের স্মরণ করতে বলবো। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মেরাজের রাতে তাঁকে জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তার সামনে জাহান্নামের একটি দৃশ্য এসেছে- একদল মানুষ আগুণের কাঁচি দিয়ে মুখের গোস্ত কাটছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন জিব্রাইল (আঃ)কে ঃ 'মান হা উলায়ে,' এরা কারা? উত্তরে বলা হলো "হুম খূতাবাউ উম্মাতিক। এরা আপনার উম্মতের বক্তাগন।" আমরা সবাই খতিব, রুকন সম্মেলনে বক্তৃতা রাখি, কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা রাখি খূতবা দেই। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সতর্ক করেছেন, খুতবায় যা বলি, বক্তৃতায় যা বলি তার বিপরীত কাজ করলে জাহান্নামে আগুণের কাঁচি দিয়ে মুখের গোস্ত কাটা হবে।

আল্লাহ তায়ালা যেনো এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের না করেন। এই অনুভূতি নিয়ে আমাদের নিজেদের জীবন জিন্দিগীকে, আমাদের সাথী-সঙ্গীদেরকে প্রকৃত তাকওয়া ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে অনুকরণীয় অনুসরণীয় বানানোর চেষ্টা করা দরকার।

এই ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরামর্শ এবং মোহাসাবা আমাদের আন্দোলনের জীবনী শক্তি হিসাবে পরিচিত, কিন্তু আমি দুঃখের সাথে বলতে চাই এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। সামষ্টিক মোহাসাবা করতে গেলে কিছু কথাবার্তা আসে। কিন্তু ব্যক্তিদের মোহাসাবা খুব একটা হয় না। কি যেনো একটা অজানা ভয়। কিসের ভয়? ইসলামী আন্দোলনের কর্মী কোনো নিন্দুকের নিন্দা সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করেনা। আমি মোহাসাবা করলে আমার রুকনিয়াত যাবে, আমার সব দায়িত্ব যাবে- এই ভয় থাকলে তো আমার আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে বেশী ভয় করা হয়ে গেলো। অতএব সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী মোহাসাবার ইন্সটিটিউশনকে আমাদের আবার পুণরুজ্জীবিত করতে হবে। আমি আমার অনেক দুর্বলতা জানিনা। আপনার সহযোগিতায় আমি সংশোধিত হবো, এটার অভাবেই নানা জায়গায় নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলুন

সর্বশেষ কথা হলো, এই আন্দোলন আল্লাহর সন্তুষ্ঠির জন্য। এ কাজটি আল্লাহর। আল্লাহ নিজেই চান তাঁর দ্বীন তার জমীনে বিজয়ী হোক। তিনি রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব পাঠিয়েছেন দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। দ্বীনের বিজয়কে রুখবার জন্য যারা চর্তুমুখী ষড়যন্ত্র করেছে তাদের উত্তরে তিনি বলেছেন "ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নুরিহি ওয়ালাওকারীহাল কাফেরুন।" তারা ফুৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, আল্লাহ এটাকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বেন। আল্লাহর দ্বীন এই জমিনে বিজয়ী হোক এটা আল্লাহই চান। আমরা যারা এই আন্দোলনে শরীক হয়েছি তারা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্ম ঘোষণা করছি। আল্লাহর একদল বান্দা যদি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে একাত্মতা হতে পারে, তাহলে তাদের হাতেই আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের বিজয় দান করেন।

এজন্যে মাঠে ময়দানে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে ধারণা দিতে হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যেসব সাথী সঙ্গীর জান ও মালের কোরবাণী কবুল করে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে বিজয়ী করেছিলেন, ইসলামের দুশমনরা তাদের দুটো সার্টিফিকেট দিয়েছিলো। অর্থাৎ- তাঁরা ছিলেন রাতের দরবেশ, দিনে অশ্বারোহী বীর সৈনিক। রাত্রি বেলায়, দাঁড়িয়ে, বসে, রুকূতে, সিজদায় তারা আল্লাহর কাছে ধরণা দেয়, চোখের পানিতে বুক ভাসায়, নিজের দুর্বলতার জন্য ক্ষমা চায়, আল্লাহর সাহায্য চায়, জাহান্নামের আগুণ থেকে পানাহ চায়। আর দিনে তারা অশ্বারোহী বীর যোদ্ধা। অশ্বারোহী মানে সেই সময়ের লেটেস্ট মডেলের চৌকস সেনাবাহিনী। এই আলোকে আমাদেরকে রাত্রি জাগরণের অভ্যাস করতে হবে। আল্লাহর দ্বারে ধরণা দিতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে মাঠে ময়দানেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

তাদের দ্বিতীয় সার্টিফিকেট ছিলো, তারা ধোকা দেয় না, ধোকা খায় না। এই যোগ্যতাও আমাদের অর্জন করতে হবে। কিন্তু যেমন, যারা ধোকা খায় তারা ইসলাম কায়েমের যোগ্য নয়, অপর দিকে যারা ধোকা দেয়, তারাও ইসলাম কায়েমের যোগ্য নয়। যারা ধোকা দেয় না এবং ধোকা খায়না আর সেই সাথে ধোকাবাজদের ধোকাবাজী থেকে মজলুম মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে, শেল্টার দেওয়ার যোগ্যতা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হাতেই এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রধানতম উপায় হলো উত্তম নামাযের অধিকারী হওয়া। মাফ করবেন, নামাযে অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় মৌলিক তা'দিলে আরকানের হকটাই আদায় হয় না। নামাযের ভিতরে মন আল্লাহর দিকে রুজু হওয়াটা আরও বড় ব্যাপার। তা'দিলে আরকানের ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা আছে তাকে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। সেই সাথে এহসানের পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে নামাযের মুহূর্তে। নামায সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে সংক্ষিপ্ত একটি কথা সুরায়ে ফাতেহা সম্পর্কে এসেছে। তা হলো নামাযে যখন নামাযী বান্দার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে শুনিয়ে বলেন, হামিদানী আ'বাদী'। বান্দার মুখ থেকে যখন বের হয়, "আররাহমানির রাহীম"। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের শুনিয়ে বলেন, আছনা আলাইয়া আ'বদী"।

যখন বান্দার মুখ থেকে উচ্চারিত হয় "মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন"। আল্লাহ সুবানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের গর্ব ভরে শুনিয়ে বলেন," 'মাজ্জাদানি আবদী'। এরপরে যখন নামাযীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন।" আল্লাহ বলেন, "হাযা বাইনি ওয়া বাইনা আবদী ওয়ালে আ'বদী মা-ছা'আলা। এরপরে যখন 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকিম সিরাত্বাল লাযীনা আন্ আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন' উচ্চারিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "হাযা লি আ'বদী ওয়ালি আ'বদী মা-ছা'আলা।

www.bjilibrary.com

এখানে আমরা নামাযের একটি আদবের ইঙ্গিত পাই। এক নিশ্বাসে অনেক ক্বারী হাফেজ সুরা ফাতেহা শেষ করে ফেলেন। অন্ততঃ নামায অবস্থায় এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ জনাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, নামাযী যখন উচ্চারণ করে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন তখন আল্লাহ তায়ালা এর জবাবে কিছু বলেন। এই কান দিয়ে শোনা না গেলেও হৃদয়ের কান দিয়ে সেটা উপলব্ধি করার জন্য কিছু সময় নেওয়া উচিত। এমনিভাবে প্রতিটি আয়াতের পরে একটু একটু সময় নিয়ে-আল্লাহ তায়ালা আমার এই কথার এভাবে উত্তর দিচ্ছেন-হৃদয়ে উপলব্ধি করলে সেই নামাযই হবে নামাযীর মেরাজ, মুমিনের মিরাজ-এভাবে উত্তম নামাযের মাধ্যমে এবং কোরআনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরার মাধ্যমে আসুন আমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করি।

কোরআনের সাথে সম্পর্কের পয়লা ভিত্তি সহীহ কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস করা। সহীহ তেলাওয়াতের যোগ্যতা হলে যখন তখন তেলাওয়াত করতে মন চায়। দ্বিতীয়তঃ কোরআনের অর্থ বোঝার মতো যোগ্যতা অর্জন করা। তৃতীয়তঃ যখন কোরআনের যে অংশ পড়বো তার আলোকে আমার জীবন জিন্দিগীতে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেওয়া।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে দ্বীন কায়েমের এই আন্দোলনে শরীক করে আমাদের উপর বড় মেহেরবানী করেছেন, এই মেহেরবানীর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করার উপায় নাই। আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে মেহেরবানী করে বাছাই না করলে আমাদের মতো কম এলেম সম্পন্ন ব্যক্তিরা একামতে দ্বীনের ফরযীয়াতের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারতাম না। যেখানে অনেক বড় বড় ওলামা মাশায়েখ একামতে

www.bjilibrary.com

দ্বীনের ফরজিয়াতের বাস্তব অনুভূতি ও উপলব্ধি-যেটা কোরআনে আছে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-সমস্ত আম্বিয়ামে কেরাম যেটা বাস্তবায়ন করেছেন, তা থেকে বঞ্চিত আছেন, সেই বুঝ আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন। এটা গর্বের নয়, এটা শুকরিয়ার বিষয়। শুকরিয়া আদায়ের অনিবার্য দাবী হলো, আমাদেরকে এর হক আদায় করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে এ কাজের জন্য বাছাই করেছেন, তার অর্থ কি? এর অর্থ হলো বাছাই করা লোকদের প্রতি আল্লাহর মহব্বতের দৃষ্টি পড়া।

এর অনিবার্য দাবী হলো, আমরাও আল্লাহকে ভালবাসবো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহব্বতের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। ঈমানদার হিসাবে এর চেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া আর কি হতে পারে? সারা দুনিয়া একদিকে আর আল্লাহর এই নেয়ামত একদিকে। এই নেয়ামতের শুকরিয়া যদি আদায় করতে আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ج ثُمَّ لَايَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

(سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ : ٣٨)

"যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তোমাদের পরিবর্তে (তোমাদের পিছে হটিয়ে দিয়ে) অন্য কাউকে উঠানো হবে। তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৮)

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না করেন, দুর্ভাগাদের দিকে আমাদের ঠেলে না দেন- সে জন্য আমাদেরকে সতর্ক সাবধান থাকতে হবে।

রব্বানা লা তুজেগ' কুলূবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। ওয়া আখের দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

www.bjilibrary.com

ছাত্রদের জন্যে পথ নির্দেশ❖

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহি আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব।

স্নেহাস্পদ সভাপতি- শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের সংগ্রামী সভাপতি, শহীদি কাফেলার ১১১তম শহীদ জাহাঙ্গীরের পিতা, অন্যান্য শহীদ পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দ, সুধী মন্ডলী এবং শহীদি কাফেলার সাথী সংগী ভাইয়েরা, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এই সদস্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার শুরুতেই আমি অত্যন্ত সম্মানের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে, মনের অন্তঃস্থল থেকে ষোল আনা আবেগ নিয়ে স্মরণ করছি ১১১জন শহীদের আত্মত্যাগের কথা। প্রাণ খুলে হৃদয় উজাড় করে দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের শাহাদাতকে কবুল করুন। তাদের শাহাদাতের রক্তে রঞ্জিত এই বাংলাদেশের জমীনকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন ইসলামের জন্য কবুল করুন। সেই সাথে আরো দোয়া করি শহীদদের সাথীদের হাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের বিজয় পতাকা দান করুন।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ

আজকের এই সদস্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সুধীবৃন্দ যোগদান করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজনীতিবিদ রয়েছেন,

---

❖ এটি ৫ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কর্তৃক প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণ।

www.bjilibrary.com

শিক্ষাবিদ রয়েছেন, ব্যবসায়ী রয়েছেন, আলেম-ওলামা রয়েছেন। তাঁদের খেদমতে আমি একটি কথা আরজ করতে চাই। তাহলো, মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সন্তানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত, পবিত্র আমানত। জাতি হিসেবে দেশের শিশু-কিশোর ছাত্র-যুবকেরা আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সামষ্টিক আমানত। প্রতিটি মানব শিশু, মানব সন্তান ফুলের মতো নিষ্পাপ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা তাদেরকে বিপথগামী করে, তাদেরকে আদর্শচ্যুত করে, তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতার দিকে ঠেলে দেয়। এই পবিত্র আমানতের হেফাজতের দায়িত্ব পালনেও আমরা চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের সেভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম নয় যেভাবে গড়ে তোলার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ এর জন্য অনুকুল নয় যে আমাদের সন্তানেরা আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত হিসেবে গড়ে উঠবে।

বৃটিশ আমলে আমাদের শিক্ষার উপর আগ্রাসন চালানো হয়েছিল ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু সেই সময়েও আমাদের পরিবারগুলো ছিল আমাদের ঈমান-আকীদা রক্ষার এক একটি দূর্গ। আজকে তথ্য আগ্রাসনের মাধ্যমে, ডিসএন্টিনার মাধ্যমে সেই দূর্গগুলো ভেঙ্গে গেছে। দ্বীনদার পরিবারগুলোও আজকের নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্যকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। এমনি একটি দুর্যোগকালে ইসলামী ছাত্র শিবির শিক্ষাঙ্গনে আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি আশির্বাদ, একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আমাদের সন্তানদের গড়ার যে দায়িত্ব পিতা-মাতা হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে আমরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি, আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন, শিক্ষাঙ্গনের অভিভাবক যারা তারাও ব্যর্থ হয়েছেন- সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের কিছু সন্তান স্বেচ্ছায় এগিয়ে

www.bjilibrary.com

এসেছে। দেশের যারা কল্যাণ চান, যারা শান্তি চান, যারা রাজনীতির অঙ্গনে একটি সুস্থ পরিবেশ চান, শিক্ষাঙ্গনকে যারা সন্ত্রাসমুক্ত দেখতে চান, যারা আমাদের যুবকদেরকে নৈতিক অবক্ষয়ের সয়লাব থেকে হেফাজত করার কামনা-বাসনা অন্তরে লালন করেন, তাদের সকলের উচিত দলমতের উর্ধ্বে উঠে ইসলামী ছাত্র শিবিরের হাতকে শক্তিশালী করা, তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

সুধীমন্ডলী, এই দায়িত্ব পালনে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে আমরা নিজেরা যে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি, আমাদের সন্তানেরা সে দায়িত্ব পালন করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমরা যদি তাদেরকে সহযোগিতা করতে না পারি এবং তাদের হাতকে শাক্তিশালী করতে না পারি, তবে এই ব্যর্থতার কোন জওয়াব আল্লাহর দরবারে আমাদের থাকবেনা।

সুধীমন্ডলী, আপনাদের মাধ্যমে আমি দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ আইনবিদসহ সকলের খেদমতে এই আরজটি আবারো করতে চাই, আসুন আমাদের সন্তানদেরকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে হেফাজত করি। আমাদের সন্তানদের নেশার পিছনে ছুটে যাওয়ার পথে আমরা একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলি। আমাদের সন্তানদের ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করার একটি বাস্তব পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করি। এই পদক্ষেপ ইসলামী ছাত্র শিবির নিয়েছে। তাই সার্বিকভাবে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করি।

খালিস নিয়্যতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করুন

সম্মেলনে আগত ইসলামী ছাত্র শিবিরের সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, ইসলামী আন্দোলন প্রচলিত ধাচের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি আন্দোলন। এটি একটি পবিত্র আন্দোলন। এই আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন প্রথমত প্রধানতঃ আম্বিয়া কিরাম (আঃ)। এরপর তাঁদের সার্থক উত্তরসূরী সিদ্দিকীন, সালেহীন এবং শূহাদা।

www.bjilibrary.com

তারাই আন্দোলনকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। এই আন্দোলন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয়। এই আন্দোলন অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। অতএব এই আন্দোলনে যারা পথিকৃত অতীতে তারা ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে, ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ, অনুরাগ, ক্রোধ-আক্রোশের উর্ধে উঠে মানবতার দরদী বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মানুষের পরম বন্ধু-একান্ত শুভাকাঙ্খী কল্যাণকামী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ যারা ইসলামী আন্দোলন করছেন তাদেরকেও সেই মনীষীদের স্বার্থক উত্তরসূরী হতে হবে। ইসলামী আন্দোলন দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য; দুনিয়াকে অশান্তি, অনাচার, দুরাচার, পাপাচার থেকে মুক্ত করার জন্য। শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করে দুনিয়ার মানুষকে শান্তি-সুখের, ন্যায়-ইনসাফের একটি সুন্দর ও সুশীল সমাজ উপহার দেয়ার জন্য।

কিন্তু অতীতে যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন দুনিয়ার চাওয়া পাওয়া তাদের কাছে বড় ছিল না। আখেরাতের নাজাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিল তাদের পরম চাওয়া ও পাওয়া। এ বিষয়টাকে সামনে রেখে আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আমাদের প্রতিটি কর্মকান্ডে মূল বিবেচনার বিষয় হতে হবে আল্লাহকে রাযী খুশী করা। আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করতে বলব, নিয়তের অসুবিধা থাকলে, এখলাসের অভাব থাকলে আল্লাহর পথে জান দেয়ার পর ও আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যায় না।

আমি এই মুহূর্তে সবাইকে একখানি হাদীস স্মরণ করতে বলবো। রসুলে পাক (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যখন আমাদের হিসাব কিতাবের জন্যে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে, তখন প্রথমে সে সমস্ত ব্যক্তিদের হিসাব নেয়া হবে, যারা দুনিয়ার মানুষের কাছে শহীদ হিসেবে বিবেচিত। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে ঃ কি করে এসেছ? তারা বলবে আল্লাহ, তোমার পথে লড়াই করে এসেছি। শেষ পর্যন্ত জীবনটা দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি লড়াই করেছ ঠিকই, তুমি জীবনটা দিয়েছিলে ঠিকই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ায় মানুষ তোমাকে বীর বাহাদুর বলবে, বীরোত্তম, বীর বিক্রম আখ্যায়িত করবে। দুনিয়ার মানুষের কাছে

www.bjilibrary.com

সেই প্রশংসা, সেই সুনাম, সুখ্যাতি তো পেয়েছো। অতএব আমার কাছে কোন পাওনা নেই। তার আমল তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে। নির্দেশ দেয়া হবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য।

এমনিভাবে সামনে আনা হবে আলেম এবং ক্বারীদের। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে আল্লাহর এত নিয়ামত পেয়েছিলে, দুনিয়ায় কি করে এসেছ? তারা বলবেন কুরআন শিখেছি, শিখিয়েছি। ইসলামের এলেম অর্জন করেছি এবং মানুষকে তা দান করে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, মিথ্যা বলছ, সব করেছ ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিলো দুনিয়ায় মানুষ বড় আলেম বলবে, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কারী বলবে। সেই প্রশংসা তো দুনিয়ায় পেয়ে এসেছ। অতএব আমার কাছে কোন পাওনা নেই। তার আমল তার মুখের উপরে ছুঁড়ে মারা হবে। তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় শ্রেণী দাতাদের। জিজ্ঞাসার জওয়াবে তারা বলবে ঃ যে সব রাস্তায় তুমি দান খয়রাত করতে বলেছ সব রাস্তায় দান খয়রাত করে এসেছি, একটা রাস্তাও বাদ রাখিনি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বলবেন ঃ মিথ্যা বলছ, এসব করেছ ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার মানুষ তোমাদের দাতা বলবে, দয়ালু বলবে। এ সব খেতাব পেয়ে এসেছ। অতএব এখানে কোন পাওনা নেই। তার আমলও তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এখলাসের এই গুরুত্ব ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দকে, সদস্যবৃন্দকে বুঝাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। কারণ তাদের শপথ বাক্যের শেষ কথাটি হলোঃ

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

"আমার সালাত, আমার কোরবানী,আমার জীবন, আমার মরণ, সব কিছু বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহর জন্য।"

আমাদের চিন্তা-চেতনা যখন জাগতিক স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত রাগ-বিরাগ

www.bjilibrary.com

ও ক্রোধ-আবেগের উর্ধ্বে উঠে কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের পর্যায়ে উন্নতি হবে, তখনই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নুসরাত, রাহমাত এবং সাহায্য আসবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের ফয়সালা যখন হবে সারা দুনিয়ার সম্মিলিত শক্তিও তখন ইসলামের বিজয়কে রুখতে পারবে না। আমরা আশা করি ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভাইয়েরা তাদের শপথ বাক্যের ঘোষণা অনুযায়ী নিজেদের যাবতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু বানাবেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে।

চরিত্র ও যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্য অর্জন করুন

প্রিয় ভাইয়েরা,

ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর আজ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পড়েছে। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তি লগ্নে, নতুন শতাব্দির যাত্রার শুরুতে আজকে ইসলামী ছাত্র শিবিরসহ গোটা ছাত্র সমাজকে পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার, নতুন পৃথিবী গড়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নতুন প্রজন্মের অগ্রণী ভূমিকায় থাকতে হবে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে।

অতএব ছাত্র শিবিরকে শুধু দলীয় পরিমন্ডলে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ইসলামী আন্দোলন সংকীর্ণ অর্থে দলীয় পরিমন্ডল থেকে আরো অনেক অনেক বিশাল, বিস্তৃত ময়দান। দল, পার্টি, পার্টির জনশক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আন্দোলন দলের সীমানা অতিক্রম করে দল মতের উর্ধ্বে এমন কি বিপরীত শক্তির দূর্গেও তার নৈতিক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নতুন বিশ্ব গড়ার এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হলে দলীয় পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

বর্তমানে সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি, বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতি মূলত বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদেরকে দলীয় পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। জাতির শান্তিকামী জনগণের প্রত্যাশা হলো ইসলামী ছাত্র

www.bjilibrary.com

শিবিরের প্রধান দায়িত্ব হবে ছাত্র সমাজের চরিত্র গঠন করা। আল্লাহ ভীতি ও আখেরাতের জওয়াবদিহির অনুভূতির ভিত্তিতে নিজেদের ইসলামী চরিত্রের মূর্ত প্রতিক হিসেবে গড়ে তুলবে। গোটা ছাত্র সমাজকে এই প্রভাবের আওতায় নিয়ে আসবে। তাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা, চরিত্র গঠনের পাশাপাশি তারা আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে সততার সাথে আধুনিক রাষ্ট্র, প্রশাসন, সমাজ পরিচালনার জন্য যোগ্যতার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য নতুন প্রজন্মকে, গড়ে তুলবে। ইসলামের বিজয়কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু ত্যাগ আর কুরবানীর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। একদল যোগ্য মানুষ তৈরীর উপরও আল্লাহ তায়ালা এটাকে নির্ভরশীল বানিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ ○ (سُوْرَةُ النُّوْر ٥٥

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্‌র নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যি তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন।" (সূরা আননূর: ৫৫)

এই আয়াতে শুধুমাত্র একদল সৎ মানুষের কথা বলা হয়নি। সেই সাথে বলা হয়েছে, ঐ সৎ ব্যক্তিদের জাগতিক যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। জাগতিক যোগ্যতা তাদেরকে অর্জন করতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা, ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্র সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির চরদখলের কায়দায় হল ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দখলের নোংরা রাজনীতি, দখলের রাজনীতি পরিবর্তন করে সুস্থ ছাত্র রাজনীতি উপহার দিবে। এই প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে বৃহত্তর ছাত্র সমাজের কাছে তাদের দরদী বন্ধু হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বৃহত্তর ছাত্র সমাজের মনে আস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীরা তাদের শুভাকাংখী, তাদের কল্যাণকামী। এটা শুধু

www.bjilibrary.com

কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে, আচার আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

নতুন বিশ্ব গড়ার আহ্বান

এবার আমি এ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর ছাত্র সমাজের কাছে একটি আহবান রাখতে চাই। সেটা হলো নতুন বিশ্ব গড়ার আহবান। নতুন শতাব্দির এই সূচনা লগ্নে আজকে আমাদের ভেবে দেখতে হবে নতুন বিশ্বের আদর্শিক ভিত্তিটা কি হতে পারে? এ পর্যন্ত জড়বাদী সভ্যতার দু সন্তান-পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র মানুষকে যদি শান্তি দিতে সক্ষম না হয়ে থাকে, সমৃদ্ধি দিতে সক্ষম না হয়ে থাকে, মানুষের শান্তি কল্যাণের শ্লোগান দিয়ে যদি মানুষকে প্রতারনা করে থাকে, শোষণ করে থাকে, মানবতা ধ্বংস করে থাকে, শান্তির নাম নিয়ে অশান্তির আগুন জ্বেলে থাকে- তাহলে কোন অবস্থায় পুঁজিবাদী সভ্যতার আর কোন সন্তান নতুন বিশ্বের আদর্শিক ভিত্তি হতে পারে না। নতুন বিশ্বের জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রয়োজন। আর সে ব্যবস্থা আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ ছাড়া আর কোথাও নেই। নতুন বিশ্বের জন্য প্রয়োজন নতুন অর্থনীতি। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে আর কোথাও এই নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ নেই। নতুন বিশ্বের জন্য প্রয়োজন নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতি। তারও নির্দেশনা আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহর বাইরে পাওয়ার আর কোন সুযোগ নেই। বিশ্বের দেশে দেশে আজকে ইসলামের জাগরণ তারই বাস্তবতা।

আজকের ইহুদীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে মোড়লীপনা ও বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে মোড়লীপনা বহাল রাখার পথে তাদের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের জাগরণকে। ইসলামের জাগরণ আজ শুধু মুসলমানদের দেশেই নয়, ইউরোপ আমেরিকাতেও আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সায়েন্টিফিক উপায়ে ইসলামের উপস্থাপনা করছেন।

www.bjilibrary.com

পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন

আগামী বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলাম, ইসলামী চিন্তা-চেতনা। এটা রুখবার জন্য পশ্চিমা গোষ্ঠি তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে বিশ্বের দেশে দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনকে ফেনাটিক, ফান্ডামেন্টালিষ্ট, কম্যুউনালিষ্ট ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। তারা নিজেরাও জানে এটা অসত্য কথা, এটা তাদের বিবেক বিরুদ্ধ কথা।

মুসলিম যুব সমাজকে আজ পশ্চিমা অপপ্রচারে প্রভাবিত হওয়া চলবে না। পশ্চিমাদের অপপ্রচারে, মিথ্যা প্রচারে শিক্ষিত আধুনিক যুব মুসলিম মানুষের মধ্যে কিছুটা হীনমন্যতা আমরা লক্ষ্য করি। তারা ইসলামকে মৌলবাদ বলে গালি দেয়, আমাদের মধ্যে এতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তারা সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে, ধর্মান্ধতার কথা বলে, আমাদের চিন্তা-চেতনার উপর এর কিছুটা ছাপ পড়ে। কারণ ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভের সুযোগ আমাদের হয়নি। অথচ ইসলাম চির আধুনিক, চিরপ্রগতিশীল আদর্শ। ইসলামের ব্যাপারে পশ্চিমারা যে অর্থে মৌলবাদের ধুয়া তোলে, তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে ধর্মন্ধতার প্রশ্ন তোলে ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তোলে, ইসলামের চিন্তা-চেতনার সাথে এর কোন সাযুজ্য নেই। এটা তারা নিজেরাও জানে। কিন্তু তাদের ব্যাপারটাই আলাদা। ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-এর পরিচয় তারা সব ক্ষেত্রে দিয়েছে মুসলমানদের ব্যাপারে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন কর্মকান্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু মুসলমাদের কোন দেশে যদি স্বাধীনতার আন্দোলন হয় তখন সেখানেই এই প্রশ্ন এসে দেখা দেয়। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরে খৃষ্টান অধ্যুষিত রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাই জাতিসংঘ যে ভূমিকা রাখল, পশ্চিমা মোড়লগোষ্ঠী যে ভূমিকা রাখল, প্যালেষ্টাইনীদের ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা তারা রাখতে পারছে না। কাশ্মিরীদের ব্যাপারে তারা সেই ভূমিকা রাখতে পারছে না। মিন্দানাওয়ের

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে তারা সেই ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং এদের তারা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করছে। আজকের আধুনিক শিক্ষিত যুব সমাজকে বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে পশ্চিমা গোষ্ঠীর এই মনমানসিকতার সঠিক মূল্যায়ণ করতে হবে। তারা যখন পূর্ব তিমুরের খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকার পক্ষ নেয়, তখন তারা সাম্প্রদায়িক হয় না। আমরা যখন কাশ্মিরের পক্ষে কথা বলি তখন সাম্প্রদায়িক হয়ে যাই। প্যালেস্টাইনের পক্ষে কথা বলি তখন সাম্প্রদায়িক হয়ে যাই। পশ্চিমাদের এই প্রচারনা, মিথ্যা অপপ্রচার এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। এ ব্যাপারে আমাদের ছাত্র সমাজকে সজাগ এবং সচেতন থাকতে হবে।

মুসলিম জাতি সত্তাই স্বাধীনতার ভিত্তি

আমি এবার ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সম্পর্কেও একটি কথা বলতে চাই। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ শুধুমাত্র নয় মাসের যুদ্ধেরই ফসল নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তা সংরক্ষণের যে আন্দোলন চলে আসছিল আজকের বাংলাদেশ তারই ফসল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা রেখা যে এরই ভিত্তিতে, আজকের তরুন সমাজকে এটা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতার যৌক্তিক ভিত্তি কি? যদি তার মীমাংসা না হয় তাহলে ভারত বাংলাদেশের মাঝখানে এই বর্ডার-এর যৌক্তিকতা কিভাবে টিকিয়ে রাখা যাবে? কোলকাতা-দিল্লীর কাছে বিবেক বন্ধক রাখা এক শ্রেণীর সংস্কৃতি সেবী ব্যক্তিরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই ইতিহাস ভুলিয়ে দেয়ার চক্রান্ত করছে।

স্বাধীনতার শত্রুকারা?

আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি আসার আশংকা একমাত্র দিল্লী-কোলকাতা থেকে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ আমাদের সমুদ্র সীমায় জেগে উঠা দ্বীপ। সেই দ্বীপে আজ ভারতের পতাকা উড়ে কেন? সেই দ্বীপ যে আমাদের- তার চর্চা নাই কেন? আজকের নতুন প্রজন্মকে সেটা ভেবে দেখতে হবে। একতরফা ফারাক্কা বাঁধ চালুর মাধ্যমে আমাদের ৬০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে কোন্ মানসিকতা নিয়ে? এটা আমাদের ভাবতে হবে।

www.bjilibrary.com

'৭৪-এ আমরা বেরুবাড়ী দিয়ে দিলাম। কিন্তু ১৬ বছর পর্যন্ত তিন বিঘা করিডোর কেন পেলাম না? তারপরও যেভাবে পাওয়ার কথা সেভাবে কেন পেলাম না? আমাদের ভেবে দেখতে হবে। ৩০ বছরের পানি চুক্তি কার স্বার্থে গিয়েছে? বাংলাদেশ কয় ফোটা পানির গ্যারান্টি পেয়েছে? এটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের এক দশমাংশ ভূ-খন্ড তিনটি পার্বত্য জেলা শান্তি চুক্তির নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা সন্তু লারমার হাতে তুলে দেয়ার রহস্য কি? এই সব কিছুর দায়ভার ভোগ করতে হবে আগামী প্রজন্মকে। তাই আজকের ছাত্র সমাজকে এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

স্বাধীনতার সংগ্রাম নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। কঠিন কাজ সম্পাদনের জন্য সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের সেদিন প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা অর্জন যেমন কঠিন, রক্ষা করা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কঠিন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে দেশটি (অর্থাৎ-ভারত) মিত্র শক্তির ভূমিকায় ছিল-স্বাধীনতা পরবর্তী ত্রিশ বছরে তাদের ভূমিকা কি প্রমাণ করে যে, তারা এখনো আমাদের মিত্র শক্তি আছে?

আজকে বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের বিবেচনায় তারা আগ্রাসী শক্তি, সম্প্রসারণবাদী শক্তি, আধিপত্যবাদী শক্তি। তাই এই মুহূর্তে আরো সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন। স্বাধীনতাকে যারা অটুট রাখতে চায়, অক্ষুন্ন রাখতে চায়, স্বাধীনতাকে যারা অর্থবহ করতে চায়, স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিকে যারা বাইরের ডিকটেশন থেকে মুক্ত রাখতে চায়, স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে যারা বাইরের ডিকটেশন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখতে চায়, বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে যারা বাইরের ডিকটেশন থেকে মুক্ত রাখতে চায়, তারা কখনো কোন অবস্থায়ই জাতিকে পুরনো বস্তা পঁচা কোন ইস্যু তুলে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিতে পারেনা। এই বিভক্তি আত্মঘাতি। এই বিভক্তির মাধ্যমে ঐ আগ্রাসী শক্তিই লাভবান হবে। সম্প্রসারণবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তি লাভবান হবে। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের কোন স্বার্থ এর মাধ্যমে সংরক্ষিত হতে পারেনা। এরপরও একটি বিশেষ গোষ্ঠী এই বস্তাপঁচা ইস্যুকে নিজেদের সম্বল বানিয়ে

www.bjilibrary.com

নিয়েছে। কারণ তারা ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত ক্ষমতায় থেকে তখনকার জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আবার ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসেও তারা সেই একই ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। সাড়ে চার বছরে দেশের আইন-শৃংখলা তারা ধ্বংস করেছে, দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতির উপর বাইরের আগ্রাসনের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা দেশের মাটি ও মানুষের স্বার্থ সংরক্ষনে ব্যর্থ হয়েছে, দেশের মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতে ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সীমানা সংরক্ষনেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই যখন তখন বি ডি আর এর উপরে বি এস এফের আক্রমণ হয়, আমাদের ভূমি তারা দখল করে নেয়, জমি দখল করে নেয়, ফসল কেটে নেয়, গরু-মহিষ নিয়ে যায়, মানুষ হত্যা করে। কিন্তু তাদের তাবেদার এই সরকার জোরালো কোন প্রতিবাদ করতে পারেনা। এই ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষমতায় থাকা, রাজনীতি করা সম্ভব নয় তারা জানে। তাই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে তারা আবার স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ইস্যূ জীবিত করতে চায়। বারবার এটা ব্যবহার করে আসছে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, বার বার ক্ষমতায় এসে যারা মানুষের পেটের ভাত কেড়ে নিয়েছে, পরনের কাপড় কেড়ে নিয়েছে, চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, এই বস্তা পচা গালি কি তাদের শেষ রক্ষা করতে পারবে?

প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা,

আওয়ামী দুঃশাসনের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য রাজাকার ইস্যূ সৃষ্টি এটা নিছক প্রতারণা। নিজেদের ব্যর্থতা লুকাবার অপকৌশল ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। এই ব্যাপারে যেনো আমাদের মনে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। তাদের পক্ষে থাকলে রাজাকারও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যায়। তাদের বিপক্ষে গেলে স্বাধীনতার ঘোষককেও পাকিস্তানের এজেন্ট বলতে তাদের দ্বিধা হয়না। কোন সেক্টর কমান্ডারকেও রাজাকার বলতে তাদের দ্বিধা হয় না। অতএব এটা নিছক প্রতারণা এবং ব্যর্থতা লুকাবার একটি অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ নতুন প্রজন্মকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আমরা বিশ্বাস করি, পিন্ডির গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে তারা কেউ দিল্লীর গোলামীর জিঞ্জির পরার জন্য এই লড়াই করেননি। আর তখন যাদের একটা ভিন্ন অবস্থান

www.bjilibrary.com

ছিল তারা দিল্লীর গোলামীর আশংকা করছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর ৩০ বছর ভারতের ভূমিকা প্রমাণ করেছে, ভিন্ন অবস্থানে যারা ছিলেন তাদের আশংকা অমূলক ছিলনা। অতএব আজ স্বাধীনতার উপর আঘাত যেহেতু ঐ দিল্লী-কোলকাতা থেকেই আসতে পারে, তাই আজকে আর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। আজ যারা বাংলাদেশকে দিল্লীর আগ্রাসন মুক্ত দেখতে চায়, যারা স্বাধীন বাংলাদেশকে সার্বভৌম দেশ হিসেবে টিকেয়ে রাখতে চায়, তারা সকলে এক ও অভিন্ন সত্ত্বা হিসেবে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে দেশকে মুক্ত স্বাধীন রাখার শপথ নিবে এটাই দেশপ্রেমের দাবী। ইসলামী ছাত্র শিবিরের এই সম্মেলন বৃহত্তর ছাত্র সমাজকে এই মন্ত্রে উজ্জিবিত করুক। আমি আমার পক্ষ থেকে, জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে, দেশ প্রেমিক জনগণের পক্ষ থেকে, শান্তি ও কল্যাণকামী জনতার পক্ষ থেকে, বাংলাদেশকে মুক্ত ও স্বাধীন দেখতে যারা চায়- তাদের পক্ষ থেকে এই প্রত্যাশা পোষণ করি।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ছাত্রদের ঐক্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা চাই

আমি সাধারণত: ছাত্রদের সমাবেশে আসলে রাজনীতির উপর আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আজ আওয়ামী দুঃশাসন যেহেতু দেশের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে, জাতি হিসেবে আমাদের মুসলিম জাতি সত্তা টিকবে কি টিকবেনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। এ সময় বসে থাকার সময় নয়। যে বৃহত্তর ছাত্র ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে এবং এর সাথে সহযোদ্ধা হিসেবে জাতীয় ছাত্র সমাজ, ইসলামী ছাত্র মজলিশ, ইসলামী ছাত্র সমাজ, জাগপা ছাত্র লীগ, পি এন পি ছাত্র লীগসহ যে সমস্ত ছাত্র সংগঠন এগিয়ে এসেছে, আমরা আশা করব ৫২'র ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, ৬৯'র গণ আন্দোলনে ছাত্র সমাজ-যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল, আবার দেশের মুসলিম জাতি সত্ত্বার সংরক্ষণের স্বার্থে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বার্থে এই ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে দেশের ছাত্র সমাজ সেই ভূমিকা পুনরুজ্জীবিত করবে। আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার কথা এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ইসলামী ছাত্র শিবির জিন্দাবাদ। জনতার আন্দোলন সফল হোক।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com